بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

'এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ)এর শিক্ষা এবং আদর্শের প্রকৃত দৃষ্টান্ত, তাই এই দৃষ্টিকোণ হতে তাঁর (আঃ)এর নমুনা আমাদের জন্য পাথেয়। আমরা সৌভাগ্যশালী যে আমাদের পূর্বপুরুষ ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবাগণের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী ঘটনাবলী পৌঁছেছেন। কারণ এগুলিই আগামীতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপদেশ ও প্রকৃত শিক্ষা এবং কিছু সমস্যার সমাধানস্বরূপ উপস্থাপনকারী স্বাব্যস্ত হবে।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহতে প্রদত্ত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- এ যুগে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে আঁ হযরত (সাঃ)এর দাসত্বে ধর্মের নবীকরণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আঃ) আমাদের ধর্মের গূঢ়তা, এর ভিত্তি এবং এর প্রকৃত শিক্ষাকে সৌন্দর্য্য প্রদান করে দেখিয়েছেন এবং নতুনত্ব প্রসারণ ও প্রথাগত ত্রুটিগুলিকে ত্যাগ করার উপদেশ দান করেন। সুতরাং তিনি (আঃ) আঁ হযরত (সাঃ)এর শিক্ষা এবং উত্তম আদর্শের প্রকৃত দৃষ্টান্ত, তাই এই দৃষ্টিকোণ হতে তাঁর (আঃ)এর নমুনা বা আদর্শ আমাদের জন্য পাথেয়। আমরা সৌভাগ্যশালী যে আমাদের পূর্বপুরুষ ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবাগণের মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী ঘটনাবলী পৌঁছেছেন। পুরাতন আহমদীদের মাঝে বহু এমনও আছেন যাঁরা স্বীয় পূর্বপুরুষদের নিকট হতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কিত বহু ঘটনা এবং প্রথাগুলি সরাসরি হয়তো শুনে থাকবেন, যাঁরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দেখেছেন এবং তাঁর (আঃ)এর সাহচর্য্যে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন। যাইহোক এই প্রথাগুলির গুরুত্ব বা প্রাধান্যতা এক স্থানে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন এবং স্বীয় অভিমত অনুযায়ী সেই সমস্ত কথাগুলির যা কিনা বাহ্যত: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় মনে হোত তা হতে বহু উপদেশ দান করেন এবং ইসলামের ভিত্তিগত শিক্ষা হিসাবে স্বাব্যস্ত করেন তা আমি এখন উপস্থাপন করবো। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)এর সময়ে বহু সাহাবা জীবিত ছিলেন সেজন্য তিনি (রাঃ) সাহাবাদেরকে ঐ সময়ে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন ও নির্দেশও দেন বরং তাঁদের আত্মীয়স্বজনদেরও সতর্কীকৃত করেন এই ঘটনাবলী একত্রিত করতে কারণ এই বিষয়গুলিই আগামীতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপদেশ ও প্রকৃত শিক্ষা এবং কিছু সমস্যার সমাধানস্বরূপ প্রকৃতিস্থ হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এক স্থানে বলেন যে,- একটি বিষয় যার উপর আমি এ বছর জামাতকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি। সে বিষয়টি কি? হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর অবস্থা এবং তাঁর (আঃ)এর নীতিবাক্য বা প্রবচন সাহাবাদের নিকট হতে একত্রিকরণ বা সংকলিত করা হয় যেন। তিনি বলেন,- প্রত্যেক ব্যক্তি যাঁর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কথাও যদি স্মৃতিপটে থাকে তাঁর এই কথাটিকে গোপন রাখা ও অন্যকে না বলা একটি জাতিগত বিশ্বাসঘাতকতা বোঝাবে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে কিছু কথা নগন্য হয়ে থাকে পরন্তু কতক নগন্য কথাও পরিণামের দিক হতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এবার দেখুন যে এটি কতই নগন্য বিষয় যেটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল করীম (সাঃ) এর জন্য একদা কুমড়ো রান্না করা হয় এবং তিনি (সাঃ) অতীব সানন্দ্যে সেই তরকারী হতে কুমড়ো বাহির করতে করতে খেতে লাগলেন এমনকি সেই তরকারীতে কোন কুমড়োর টুকরা অবশিষ্ট রইলো না এবং তিনি (সাঃ) বলেন যে, কুমড়ো বিশেষ উন্নতমানের খাদ্য। তিনি (রাঃ) বলছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি অতি নগন্য বিষয় ছিল। সম্ভবত কিছু আহমদীও এ কথা শুনে বলবেন যে কুমড়ো প্রসঙ্গে উল্লেখের এখানে কি প্রয়োজন, আজকাল আবার কিছু লোক অতিরিক্ত শিক্ষিত সাজে তাদের এ সমস্ত কথার দিকে মনোযোগ থাকে না অথবা তারা মনে করে যে, সামান্য ব্যাপার এটি, পরন্তু এই নগন্য বিষয়টি হতে ইসলামের কত বিশাল উপকার সাধন হোল। আমরা আমাদের এই যুগে এই ক্ষতিগুলি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি না যা মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ: সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু ইসলামের এক সময় এমন এসেছে যখন ভারতবর্ষে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং এই প্রভাবের ফলশ্রুতিতে তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যায় যে, যারা মহাপুরুষ হন তারা নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন, যে ব্যক্তি উন্নত খাদ্য, উন্নত মানের ভক্ষণ করে না সেই প্রকৃত মহাপুরুষ। কারণ এটিই ফকির ও যোগীদের ঐতিহ্য ও লক্ষণ। আর যখনই তারা কাউকে উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণ করতে দেখে তো বলে যে, ইনি সাধুপুরুষ কিভাবে গণ্য হতে পারে, অর্থাৎ তাদের ধারণার অতীত যে একজন সাধুপুরুষ বলে আখ্যায়িত ব্যক্তিও আবার উন্নত খাদ্যও গ্রহণ করে। তিনি (রাঃ) একটি ঘটনা বলেন যে, এক সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল মসজিদ আকসায় দরস দিয়ে নিজের গৃহের দিকে প্রস্থান করছিলেন এমন সময় এক হিন্দু

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তিনি কারুর নিকট থেকে শুনেছিলেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পোলাও খান ও বাদামের তৈল ব্যবহার করে থাকেন। যদিও সব সময় নয় যখন কখনও পেয়ে যান বা রান্না হয়। তখন সেই হিন্দু ব্যক্তি তার বাড়ির সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। হযরত খলীফা আওয়াল (রাঃ)কে দেখে বললেন যে, মৌলবী সাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল, মৌলবী সাহেব (হযরত খলীফা আওয়াল) বললেন,- কি কথা? সেই ব্যক্তি বললেন,- বলি, বাদাম, ঘী, পোলাও খাওয়া কি বৈধ বা বিধানসম্মত? হযরত খলীফা আওয়াল বললেন,- আমাদের ধর্মে এই সমস্ত খাদ্য সম্পূর্ণ বৈধ, কোন বাধা নাই। সে বলল,- আমার বলার উদ্দেশ্য হোল সাধুব্যক্তিদের জন্য বৈধ কি না? তিনি (রাঃ) বললেন,- আমাদের ধর্মে সাধুব্যক্তিদের জন্য বরং সেই সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্যও যারা মহাপুরুষ গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আচ্ছা তাই নাকি এ বলে সে ব্যক্তি নীরব হয়ে গেল। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বললেন,- দেখো, এই লোকটির বিদ্বেষপূর্ণ আপত্তি ছিল যে হযরত মির্যা সাহেব মসীহ ও মাহদী কিভাবে হতে পারেন অথচ তিনি পোলাও খান এবং বাদামের তৈল ব্যবহার করেন, যদি সাহাবাদের এরূপ জ্ঞানগত প্রবণতা এমনই হতো যেমন আজকালকার আহমদীদের হয়ে থাকে। আর কুমড়োর উল্লেখ হাদীসে না থাকতো তো কতই না প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়ে যেত। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত রসূলে করীম (সাঃ) জুমআর দিনে সুন্দর সাজসজ্জায় মসজিদে আসেন, এবার যদি কোন ব্যক্তি জন্ম নিয়েছে যে কিনা বলবে উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান না করাই সাধুপুরুষদের লক্ষণ ও সুপুরুষদের চিহ্ন এবং ধার্মিকদের পরিচয় বহন করে, তো আমরা তাদের এই হাদীসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি যে রসূল করীম (সাঃ) জুমআর দিনে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতেন এবং উত্তম ও উন্নত মানের পোশাক পরিধান করতেন বরং তিনি (সাঃ) পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এত যত্নবান ছিলেন এত বাধ্যবাধকতা করতেন যে বহু সুফি মতবাদী যেমন শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব মোহাদ্দিস ওলী গত হয়েছেন এরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে তিনি প্রতিদিন একটি নূতন পোশাক পরিধান করতেন সে ধৌত পোশাক বা সম্পূর্ণ নূতন হোত। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালের স্বভাবে ভীষণ সরলতা ছিল, বহু বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ছিল না চেতনা থাকতো না, এবং কাজের প্রতি প্রকটতা থাকতো। এ কারণে কখনো কখনো জুমআর দিনে পোশাক পালটানো ও স্নান করতে ভুলে যেতেন, আর পূর্ব পরিহিত পোশাক পরিধান করেই জুমআর নামাজে চলে যেতেন। এটি তাঁর সরলতাই ছিল, কোন সাধুব্যক্তির পোশাকের উদাহরণ ছিল না এটি, যে সাধু পুরুষদেরকে এভাবেই থাকতে হয় বা পোশাক পালটাতে নাই বরং প্রচন্ড কাজের চাপে এরূপ বিস্মৃত হতেন পরন্তু আমাদের যুগে সুফিদের এই অর্থ করে নেওয়া হয়েছে যে মানুষ নোংরা থাকুক। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এই বিষয়টির যদি পরিমাপ করা হয় এরূপ প্রমাণিত হবে, যে যত নোংরা সে ততই খোদার বান্দা। অথচ মানুষ যত অপরিচ্ছন্ন হয় ততই সে খোদা হতে দূরে সরে যায়। এ কারণে আমাদের শরীয়ত বিধানে বহু স্থানে স্নান আবশ্যকীয় করা হয়েছে এবং সুগন্ধি লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে এছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে মজলিসে আসতে বারণ করা হয়েছে, মসজিদে আসা বারণ করা হয়েছে। তাই রসূল করীম (সাঃ)এর জীবনাদর্শ হতে পৃথিবী উপকৃত হয়ে এসেছে এবং লাভবান হতে থাকবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর জীবনাচরণ হতেও পৃথিবী উপকৃত হবে এবং আমাদের কর্তব্য হোল আমরা সেগুলিকে সংকলিত করি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- এক যুবক আমাকে বলে যে, আমি মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সাহাবী, কিন্তু আমায় শুধু একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া কিছুই স্মরণে নাই যে, একদিন আমি বড়ই ছোট্ট ছিলাম আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর হাত ধরে ফেলি, এবং তাঁর সাথে করমর্দন করলাম, আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর (আঃ) এর হাতকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ক্ষণকাল পর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হাত ছাড়িয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। এখন দেখুন বাহ্যত: এটি একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার, কিন্তু পরবর্তীতে এই নগণ্য নগণ্য ঘটনাগুলিই বড় বড় পরিণাম বিবেচিত হবে উদাহরণস্বরূপ এই ঘটনাটি নেওয়া যাক। এ হতে একটি বিষয় প্রমাণিত হবে যে, ছোট বাচ্চাকেও বড়দের মজলিসে আনা উচিৎ। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যুগে মানুষ নিজের সন্তানদেরও তাঁর (আঃ)এর মজলিসে আনতেন। সম্ভবত আগামী কোনও যুগে এমন লোকও জন্ম নেবে যে বলবে বাচ্চাদেরকে বড়দের মজলিসে আনার কি প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র বড়দের যোগদান করা উচিৎ। কারণ যখন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সময় উপস্থিত হয় তখন এমন বহু কথার উদ্ভব হয় এবং এ কথা বলা আরম্ভ করে দেওয়া হয় যে, বাচ্চারা কি করবে? সুতরাং যখনই এরূপ মনোভবের উদ্ভব হবে এই ঘটনাবলী তাদের চিন্তাধারাকে বদলে দেবে এবং তার অধিক সমর্থন এভাবে হয়ে যাবে যে হাদীসে লেখা আছে রসূল করীম (সাঃ) এর মজলিসে সাহাবা নিজ বাচ্চাদিগকে আনতেন। এভাবে এই ঘটনা থেকে এও প্রকাশ পায় যে, যখন কোন প্রয়োজন পড়ে তখন হাত ছাড়িয়ে স্বীয় কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। আজ আমরা এই বিষয়গুলির গুরুত্ব বুঝি না, যখন আহমদী আইনশাস্ত্রগত এবং সুফিবাদ বা আহমদী দর্শনবাদ গঠিত হবে তো সেই সময় এই দৃশ্যত: নগণ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্বাব্যস্ত হবে এবং বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হচ্ছে। আবার বড় বড় দার্শণিক যখন এই ঘটনাগুলিকে পাঠ করবেন তো তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন অর্থাৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে খুশিতে লাফিয়ে উঠবেন এবং বলে উঠবেন যে খোদা সেই বর্ণনাকারীকে অসীম কল্যাণমন্ডিত করুন যিনি আমাদের জটিল সমস্যাকে সমাধান করতে সাহায্য করলেন যখন এরূপ সমস্যা উত্থাপিত হবে, এমন ঘটনাবলী উদ্ভাবিত হবে যার মাধ্যমে সমস্যার

সমাধান হয় তখন দার্শণিকগণ এদিক ওদিক না দেখে যাদের ধর্মের সহিত সম্পর্ক আছে তারা এদেরকে দোয়া দেবেন বা কৃতজ্ঞতা প্রদান করবেন যারা এই বিবৃতিগুলি একত্রিত করবেন। আবার তিনি (রাঃ) বলেন,- এটি এমন ঘটনা যাকে আমরা হাদীসে পড়েছি যে, একবার রসূল করীম (সাঃ) সেজদায় অবনত হলে হযরত হাসান (রাঃ) যিনি তখন বাচ্চা ছিলেন তাঁর (সাঃ)এর ঘাড়ের উপর বসে পা দুটিকে ঝুলিয়ে রইলেন, আর রসূল করীম (সাঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত মস্তক উঠালেন না যতক্ষণ না হাসান (রাঃ) নিজ হতে পৃথক না হয়ে গেলেন। এখন যদি এরূপ আচরণ করে তো সম্ভবত কিছু লোক তাঁকে বিধর্মী চিহ্নিত করে দেবে এবং বলবে যে তার কি খোদার ইবাদতের কোন প্রবণতা নেই? নিজের বাচ্চার অনুভূতির চিন্তা আছে কিন্তু এরূপ ঘটনা যখন এরূপ ব্যক্তি পড়বে তাকে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে তার ধারণা ভুল ছিল, এবং সে নীরব হয়ে যাবে কারণ আঁ হযরত (সাঃ)এর দৃষ্টান্ত অগ্রে আছে। তিনি (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর যে কথাটি তোমার স্মরণে আছে তা অতি নগণ্য বরং যতই নগণ্য হোক না কেন তা উপস্থাপন করা উচিৎ। এতটাও যদি নগণ্য হয় যেমন আমি দেখলাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের উপর বসে গেলেন কারণ ঐ কথাগুলি হতেও পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম উন্মুক্ত করা হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- আমার স্মরণে আছে যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একদা কিছু সঙ্গীদের সাথে বাগানে গেলেন এবং বললেন, এসো ডালিম খাওয়া যাক, সুতরাং কয়েকজন চাদর বিছালেন তিনি (আঃ) বৃক্ষকে নাড়া দিলেন, তারপর সবাই এক জায়গায় বসে ডালিম খেলেন। যখন বড় বড় দাম্ভিক বিচারকের আগমন ঘটবে আর তাদের অপরের সাহচর্য্যে বসে কিছু ভক্ষণ করতে মানহানিবোধ করবে তখন তাদের সম্মুখে আমরা এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারব যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তো কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সঙ্গীসাথীদের সাথে খাওয়াদাওয়া করতেন তুমি কে যে এ করতে হীনতাবোধ করছো। তাই কিছু বিষয় সামান্য হলেও পরন্তু তা হতে পরবর্তীকালে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়।

তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর চেহারা দেখার বা তাঁর সাহচর্য্যে বা সংস্পর্শে বসার সুযোগ তৈরী হয়েছিল কি না, উচিৎ হবে সেই ঘটনা ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ লিখে সংরক্ষণ করা। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি এরূপ হয় যার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর পোশাক পরিধানের রীতি দৃষ্টিপটে থাকে তো তাও লিখে পাঠান উচিৎ। তিনি (আঃ) সে যুগে বর্ণনা করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সাহাবারা স্বীয় বর্ণনাগুলিকে একত্রিকরণের কাজ শুরু করেন ও লেখা আরম্ভ করেন এভাবে বহু পান্ডুলিপি একত্রিত হয়েছে যা কিনা সাহাবাদের বর্ণিত ঘটনাবলীর সংযোজন, আমি এর পূর্বেও ব্যক্ত করেছিলাম। যাহোক এই ঘটনাবলী একত্রিত হচ্ছে ইনশাআল্লাহতাআলা জামাতের সম্মুখে উপস্থাপিতও হয়ে যাবে কোন সময়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে, এই ঘটনাবলী হতে একটি উপকার এও হবে যদি আগামীদিনে এমন কোন প্রকারের ব্যক্তি জন্মলাভ করে যে কোথাও যেমন, আর একটি নগণ্য বিষয় আছে যা সে বলবে, মুক্ত মস্তকে থাকা উচিত, তাহলে এর সমাধান হতে পারে। এতে কোনও সন্দেহ নাই যে রসূর করীম (সাঃ)এর হাদীসগুলি উপস্থিত আছে এবার একটি ছোট্ট বিষয় মুক্ত মস্তকে থাকাও আছে। আলেম বা বিজ্ঞগণ নামাজ ইত্যাদি পাঠকালে মুক্তমস্তকে থাকেন বা কখনো মুক্ত মস্তকে নামাজ পাঠ করে ফেলেন তখন এই ঘটনাবলী হতে এদিকে দৃষ্টিগোচর হয় যে যেহেতু বহু এরূপ ঘটনা বিদ্যমান যাতে মসজিদের নীতিগত আচরণ, নামাজের নীতিগত আচরণ, বৃহৎ সমন্বয়ে নীতিগত আচরণের উল্লেখ থাকে। তাই তিনি (রাঃ) বলেন যে,- এতে কোন সংশয় নাই রসূল করীম (নসাঃ)এর হাদীসগুলি বর্তমান এবং তিনিই শরীয়তধারী নবী অর্থাৎ তিনিই শরীয়ত বা বিধানকে কার্যকরী করেন পরন্তু এতেও কোন সংশয় নাই যে নিকটবর্তী যুগের প্রত্যাদিষ্টর কথা এবং শরীয়তধারী নবীর কথার সত্যায়ণ হয়ে থাকে তাঁর সত্যতা প্রমাণকারী হয়ে থাকে। আজকাল এ কথা বলা হয় যে, যে বিষয়গুলির উপর ইমাম আবূ হানিফা অনুসরণ করেছিলেন তা তুলনামূলকভাবে অধিক সত্য। এরূপে পরবর্তী যুগে রসূল করীম (সাঃ)এর যে হাদীসগুলিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বীয় কর্মের দ্বারা সত্য স্বাব্যস্ত করেছেন সেগুলিকেই মানুষ সত্য বিচার করবে এরূপে যে হাদীসগুলিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বিকৃত স্বাব্যস্ত করবেন অর্থাৎ মনুষ্যনির্মিত বলে আখ্যায়িত করবেন সেই হাদীসগুলিকে মানুষ মিথ্যা আখ্যায়িত করবে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর এই ঘটনাবলীও এরূপেই গুরুত্বপূর্ণ যেমনটি হাদীসগুলি, কারণ এই বিষয়গুলি হাদীসগুলি সত্য বা মিথ্যা যাচাই এর মাপকাঠি হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি (রাঃ) বলেন যে,- বর্তমানে ইমাম বোখারীর বিশ্বের সর্বত্র বিরাট সম্মান দেওয়া হয় পরন্তু সম্মান এজন্য যে, তিনি অন্যদের নিকট হতে ঘটনাবলী একত্রিত করেছিলেন। এজন্য যারা সাহাবাদের সন্তান তাদের নিকট যদি ঘটনাবলী থাকে তাদের উচিৎ তা জনসমক্ষে উপস্থাপন করা যদি সেগুলি অন্যান্য ঘটনাবলী হতে সত্য স্বাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে সেগুলিকে এর সাথেও সংযুক্ত করা যেতে পারে যদিও কিছু ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নথীভুক্ত হতে পারেনি এবং সাহাবাদের বংশে এ সমস্ত বিষয়গুলি কার্যকর হচ্ছে তো তারা এ বিষয়গুলি লিখে পাঠাতে পারেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর প্রত্যেকটি কথাই শিক্ষণীয় দৃষ্টিসমৃদ্ধ যা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক

জীবনের জন্যও অত্যাবশ্যকীয়, কারণ তা থেকে বহু কর্মপন্থার ব্যবহারিক নিয়ম উন্মুক্ত হয়ে যায়। কোরআন করীমের আয়াতের স্পষ্টতা হয়ে যায়, হাদীসসমূহের স্পষ্টতা সম্ভব, এবং এ হতে আমাদের উপকার সাধন হয়। কোন আহমদী এটিকে যদি শোনে কারুর মাধ্যমেই শুনবে, তখন সে উপকৃত হবে এবং অবশ্যই সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা এগুলিকে সংগ্রহ করেছে দোয়া করবে। অতএব এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর মানুষ কদাপি মনোযোগ প্রদান করে না। একটি ঘটনা আমি এই মুহূর্তে বর্ণনা করবো যা কিনা বর্তমানে কতক প্রশ্নকারীর উত্তর হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর গোড়া হতেই ইসলামের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা ছিল এবং তিনি এ কামনা করতেন যে মুসলমান নিজ ব্যবহারিক জীবনকে যথাযত বা সঠিক করে নেয় এবং ব্যবহারিক অবস্থাকে নিখুঁত করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হোল খোদাতাআলার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা নামাজ পাঠ করা। একজন্য তিনি (আঃ) কাদিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমান ছিল তাদের জন্য এক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলেন যে তারা যেন মসজিদে এসে নামাজ আদায় করে। তিনি স্বয়ং লোক পাঠিয়ে মানুষজনকে মসজিদের দিকে আসার কর্মপন্থা আরম্ভ করেন। সেখানে অধিকতর মানুষ কৃষিজীবি ছিল ও দরিদ্র ছিল তারা টালবাহানা করতে শুরু করে যে নামাজ আদায় করা নেতাদের কাজ বা ধনীদের কর্ম আমাদের নয়, আমরা গরীব মানুষ আয় উপার্জন করবো না নামাজ আদায় করবো। মজুরী করবো না পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে থাকবো। তখন তিনি (আঃ) আরেকটি ব্যবস্থা নিলেন। লোকেরা বলতো যদি মজদুরী না করে নামাজ আদায়ে চলে আসি তো অনাহারে থাকতে হবে। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক প্রহরের খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন যে, তোমরা নামাজ পড় খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সুতরাং কিছুদিন এভাবে মানুষ মসজিদে এসে নামাজ আদায় করতে থাকে ও খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল, যে সময় খাদ্য বন্টন হোত অর্থাৎ মগরীবের নামাজের পর সেই সময় মানুষ একত্রিত হোত, অন্যান্য নামাজের সময়গুলিতে কেউ আসতো না। অবশেষে এই ব্যবস্থাপনাকে রদ করতে হোল। এবার তিনি (রাঃ) বললেন যে,- দেখো! হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিজ দাবীর পূর্বেও এবং পরবর্তীতেও বারংবার এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে নামাজের দিকে এসো, বা-জামাত নামাজের দিকে ধাবিত হয়। মসজিদগুলিকে পরিপূর্ণ করো। এখন আল্লাহতাআলার কৃপায় আমাদের মসজিদ পৃথিবীর সর্বত্র নির্মাণ হচ্ছে পরন্তু তা পরিপূর্ণ করার ক্ষেত্রে যেভাবে আগ্রহ দেখানো উচিৎ তা দেখানো হচ্ছে না। কতকগুলি স্থান হতে এ ব্যাপারে অভিযোগ আসে। এভাবে যেমন রাবোয়া, কাদিয়ান এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে মসজিদ আছে সেখানকার আহমদীরাও আছেন তাদের উচিৎ নিজস্ব মসজিদগুলিকে পরিপূর্ণ করা এবং সমরূপে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মসজিদগুলিকেও পরিপূর্ণ করার চেষ্টাবনত হওয়া। আবার দ্বিতীয় আরেকটি বিষয়ের সমাধান এখানে পাওয়া যায় যারা অভিযোগ করে বা লেখে আমাকে যে, মসজিদে যুবকদেরকে মসজিদমূখী করতে বা মসজিদে আনয়নের নিমিত্তে মসজিদে খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা হয়, যেন যুবকরা সন্ধ্যায় আসবে, খেলবে অনেকটা এরূপ মনে হয় যে খেলা ধুলার প্রলোভন দেখিয়ে নামাজ পড়ানো হচ্ছে, তো এটি এমন কোন বিষয় নয় এরূপ তো হয়ে থাকে যে কিছু অনুষ্ঠানে ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে মানুষ সেই প্রলোভনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে, বা নামাজ আদায় করতে আসে তো খাদ্য গ্রহণ করে নেয়। এটি একটি কূ-মনোভাব যা কিছু লোক করে থাকে। যাইহোক মসজিদের সংলগ্ন যেখানে 'হল' ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে বা মোবাল্লিগ যারা যুবক এবং খেলাধুলায় আগ্রহী তারা মসজিদ সংলগ্ন মাঠে খেলা আরম্ভ করে ও আসেপাশের যুবকদেরকে একত্রিত করে। এতে একটি বিশেষ লাভ এও হয়ে থাকে যে মসজিদের ঐ সময়ের একটি বা দুটি নামাজে যুবকদের আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে মসজিদ পরিপূর্ণ হচ্ছে সেই জন্য এটি কোন অন্যায় কাজ বলে সম্বোধন করাটা ও মসজিদের সাথে খেলাধুলার 'হল' কেন রাখা হলো বা মসজিদে বা কিছু অনুষ্ঠানে লোকজনকে আনয়নের নিমিত্তে খাবারের ব্যবস্থা কের রাখা হলো এটি অন্যায় অভিযোগ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর কর্মপন্থায় প্রমাণিত হয় যে এভাবে করা যেতে পারে এবং এরূপ ব্যবস্থা নেওয়ায় কোন ত্রুটি নাই।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর অনোয়ার (আইঃ) দুই প্রয়াত ব্যক্তিত্বের সূচনা প্রদান করতে গিয়ে তাদের জানাজা নামাজ পড়াবার ঘোষণা দেন। প্রথমটি ছিল মোকাররম জনাব আলহাজ ইয়াকুব সাহেব যিনি আফ্রিকার ঘানা নিবাসী, যিনি ৩০শে আগষ্ট ২০১৫ তে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ১০০ বছরের উর্দ্ধে ছিল। হুযুর আইঃ তাঁর কৃত সেবা, সৎ চরিত্রের এবং সন্তানদের উল্লেখ করেন। তাঁর দুই পুত্র জীবন উৎসর্গ (ওয়াকফে জিন্দেগী) করেছেন। একজন তাঁর মধ্যে কেন্দ্রের মোবাল্লিগ অপরজন স্থানীয় মোবাল্লেগ। দ্বিতীয় জানাজা মোকাররম মওলানা ফজল ইলাহি বশীর সাহেবের ছিল। যিনি ৯৭ বছর বয়সে গত ১৩ই আগষ্ট ২০১৫ রাবোয়াতে মৃত্যু বরণ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি খোদার রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেন, ১৯৭৮ সালে অবসরপ্রাপ্ত হন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) তাঁর কৃত সেবার বর্ণনা করতে গিয়ে প্যালেস্টাইন ও মরিসাসের অবস্থানকালে যে কর্মসম্পাদন করেন তার বর্ণনা দেন, ১৯৯৩ পর্যন্ত পুনর্বহাল হতে থাকেন। মৃত্যু অবধি সেবার সুযোগ পেতে থাকেন। আল্লাহতাআলা তাঁর পদমর্যাদায় উন্নতি দান করুন ও তাঁর সন্তানদিগকে তাঁর নেকীগুলিকে জীবিত রাখার সৌভাগ্য প্রদান করুন আমীন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে